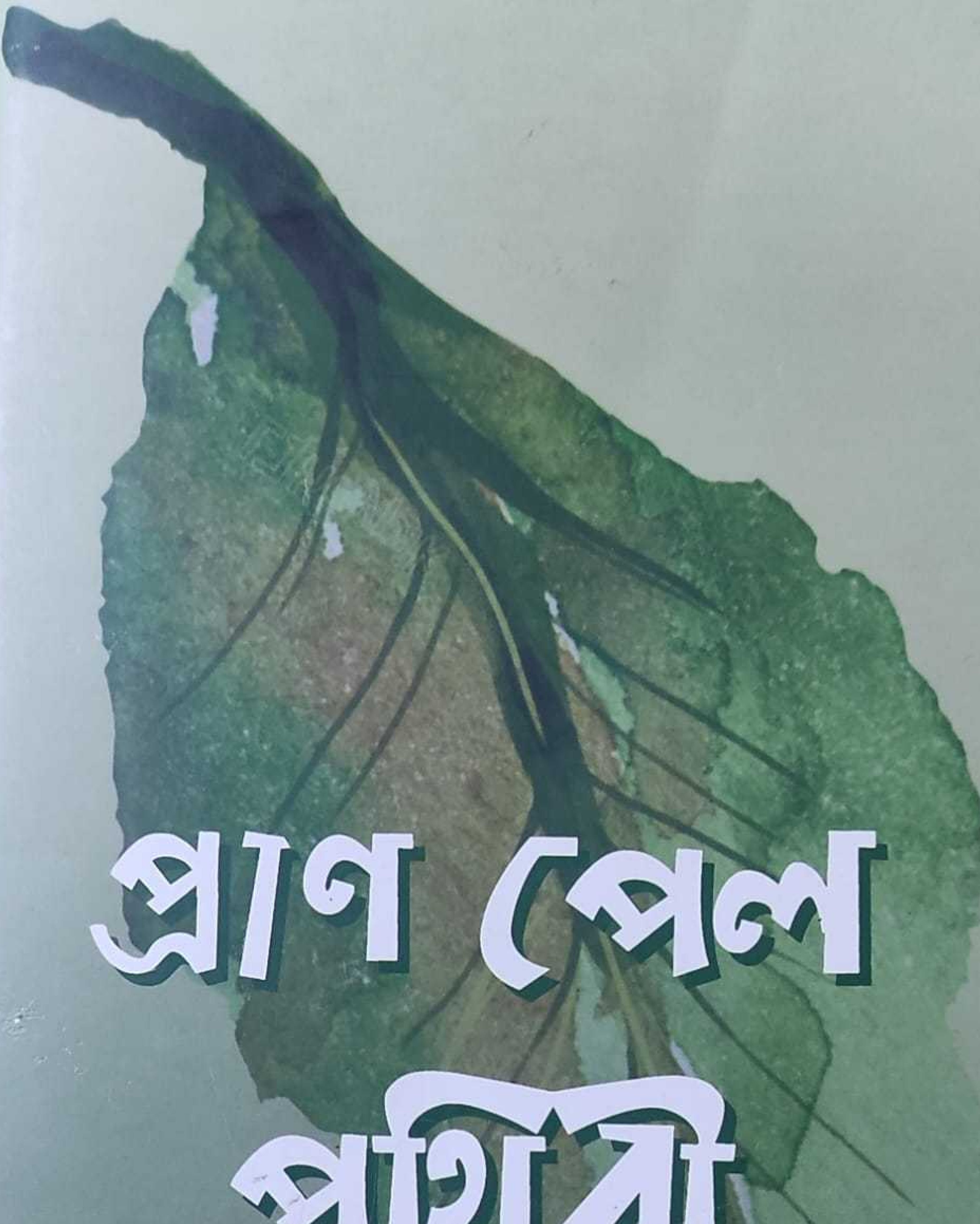

প্রাণ পেল পৃথিবী

সম্পাদনা সুমন প্রতিহার

সূচি

Evolution of Plants Prakash Karmakar ১১
প্রাণের উৎস সন্ধানে । শ্রীধারা গুপ্ত ৩১
প্রকৃতিতে প্রাণ, প্রাণ-এর প্রকৃতি । গৌতম ঘোষ ৩৪
অনুভূতির বাহির ও ভিতর । শুভাশিস রায় ৫০
ইনস্টিংক্টস থেকে ইমোশনস— মনের বিবর্তন । রূপা দাসগুপ্ত ৫৯
বিবর্তনে সন্ধানী মশা । তুহিনশুভ্র জানা ৬৭
বেনারসির আঁতুড়ঘর । দীপঙ্কর পাহাড়ী ৭১
অক্টোপাস ও শামুখের আবির্ভাব । সঞ্জীব কুমার দাস ৭৪
মাছেদের আবির্ভাব ও বৈচিত্র্যের প্রকাশ । দীপাঞ্জন রায় ৭৭
পৃথিবীর জমিতে প্রাণের বিকাশ । শুভ মান্না ৮৮
বিপন্ন সাপ, ভয়ার্ত মানুষ । সুমন প্রতিহার ৯৬
বিবর্তনে অঞ্জনিদের গঠন ও স্বভাবের পরিবর্তন । কৌশিক দেউটি ১০১
বৈচিত্র্য ও বাহারে ভারতবর্ষের পাখি । সুপ্রীতি সরকার ১০৭
রঙের বিস্ফোরন— অলংকার মাছ । মানবকুমার সাহা ১৪৯
মানুষকে কি তবে পতঙ্গভূক হতে হবে ? । অশোককান্তি সান্যাল ১৬৫
জিন, জিনোম ও তার ক্রমবিবর্তন । হরিপ্রসাদ সরকার ১৭৩
সভ্যতা, মহামারী ও ভাইরাস । নিলয় মণ্ডল ১৮৬

Title : Pran Pelo Prithibi
(A Collection of Essays)
Editor Name : Suman Pratihar

Published by Kamalesh Nanda on behalf of KABITIKA
Publisher's Address : Kharagpur, Midnapore, West Bengal
e-mail : kabitika10@gmail.com Mob : 98321 30048
web : www.kabitika.in
Printer's Details : Kabitika, Rajdanga Main Road, Kolkata- 700107

Edition Details : I
Cover Design : Kamalesh Nanda
Copyright @ Kabitika
Publication Date : 15.06.2022

ISBN : 978-93-94830-06-6

Price : Rs. 350

বৈচিত্র্য ও বাহারে ভারতবর্ষের পাখি

সুপ্রীতি সরকার

বর্তমান পৃথিবীতে জীবিত পাখিদের প্রজাতির সংখ্যা নয় হাজারের কিছু বেশি। তার প্রায় ১৩ শতাংশ প্রজাতিই ভারতবর্ষের বিভিন্ন পরিবেশে পাওয়া যায়। এই উপমহাদেশে প্রাপ্ত প্রায় ১৩১৩ প্রজাতির পাখিদের ৯২টি পরিবার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রজাতি তথা পরিবারের সংখ্যার এই প্রাচুর্য্য প্রধানত ভারতের বিচিত্র পরিবেশের ফলেই সম্ভব হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে শুষ্ক মরুভূমি, তুষারাবৃত সুউচ্চ পর্বতমালা, সামুদ্রিক লবণাক্ত ও মিষ্টি জলাশয়, বিভিন্ন জলাভূমি, তীরবর্তী অঞ্চলে, গভীর বনাঞ্চল, তৃণভূমি, শস্যক্ষেত্র, মানুষের বসতি প্রভৃতি। প্রতিটি পরিবেশেই এক বা একাধিক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত পাখিরা সফলভাবে নিজেদের অভিযোজিত করে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করছে। নীচে ভারতে প্রাপ্ত বিভিন্ন পাখিদের পরিবার (Family) গুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হোল।

ফ্যাসিয়ানিডি (Phasianidae) : মুরগি জাতীয় এই পাখি পরিবারের কিছু প্রজাতির দেহে নানা রঙের ও অন্যান্যদের দেহে ধূসর, বাদামী পালক থাকে। দেহে গাঢ় খয়েরি, কালো সাদা প্রভৃতি বর্ণের দাগ থাকতে পারে। ঠোঁট শক্ত ও ছোট হয় এবং ওপরের ঠোঁট নীচের ঠোঁটের থেকে সামান্য বড়। ছোট ডানার প্রান্ত গোলাকার। পালকবিহীন শক্ত পায়ে প্রখর নখযুক্ত আঙুল থাকে। স্ত্রী ও পুরুষ পাখির বাহ্যরূপ ভিন্ন হয় বহু প্রজাতিতে। সেই ক্ষেত্রে পুরুষ পাখিদের বড় আকারের দেহে উজ্জ্বল রঙের পালক, পায়ে কাঁটা, মাথার ওপর ঝুঁটি ও বড় পুচ্ছ পালক থাকতে পারে।

স্বভাব ও বাসস্থান : এই পরিবারের পাখিরা সচরাচর মাটির ওপর বিচরণ করলেও গাছের ডালে বসে বিশ্রাম নিতে পারে। এরা অল্প দূরত্বে দ্রুত উড়তে সক্ষম।

খাদ্য : দানাশস্য, বীজ, বিভিন্ন ফল, ছোট গাছের অগ্রভাগ, পোকামাকড় প্রভৃতি।

বাসা : ঝোপঝাড় সংলগ্ন বা উন্মুক্ত জায়গায় মাটি খুঁড়ে অগভীর গর্ত বানায়। ৪-৮ বা আরও

পায়ে লম্বা আঙুল থাকে। অনেকের মাথার ঝুঁটি থাকে।

স্বভাব ও বাসস্থান : বিভিন্ন উন্মুক্ত স্থান যেমন, ঘাস জমি, বা মাঠঘাটে এদের লাফিয়ে লাফিয়ে বা গুটিগুটি পায়ে হেঁটে বেড়াতে দেখা যায়। প্রজনন ঋতু ছাড়া দলবদ্ধভাবেই থাকে।

খাদ্য : বীজ দানা ও ছোট কীটপতঙ্গ।

বাসা : গোলাকার বা পেয়ালা বাসা। ঝোপঝাড় বা গাছের ডালে বা মাটির গর্তে তৈরি হয়। ডিমের সংখ্যা ১-৭টি।

উদাহরণ : সব ধরনের বান্টিং ও ইয়ালো হ্যামার।